

ট্রান্স ওয়ার্ল্ড রেডিও পুরুষদের জন্য প্রার্থনা ক্যালেন্ডার, জুলাই ২০২৩

১। **অটল বিশ্বাস** – “হে প্রভু, দৃশ্যমান বিষয়ের দ্বারা চলার থেকে বিশ্বাসের দ্বারা চলার বিষয়ের সঙ্গে আমার চিন্তাকে বিন্যস্ত করো। এখন খ্রীষ্ট আমার মধ্যে বাস করেন, ঈশ্বরকে দেখার জন্য প্রয়োজনীয় আত্মিক চোখ আমার আছে। সেই কারণে, সমস্ত বিষয়ের মধ্যে তোমার কাজ দেখতে আমাকে সাহায্য করো। তারপর, সমস্ত কিছু একত্রে আমার মঙ্গলের জন্য এবং তোমার গৌরবের জন্য কাজ করতে তোমার উপর বিশ্বাসের দ্বারা সমস্ত কঠিন পরিস্থিতি সহ্য করতে আমাকে সক্ষম করো। (ইব্রীয় ১১:২৭)

২। **তাঁর সেবায়** – “হে প্রভু, আমি ভাবতাম আমি তোমার জন্য কাজ করছিলাম, কিন্তু এখন আমি দেখছি যে আমার মাংসিক প্রচেষ্টাগুলি কেবল মৃতকার্যগুলো উৎপন্ন করছিল। তোমাকে ধন্যবাদ, প্রভু, তুমি আমাকে দেখিয়েছ যে আমি তোমার এবং তুমি আমার মধ্যে আছো। আমি আনন্দের সঙ্গে তোমার জন্য সুপ্রাপ্য থাকবো, যাতে তুমি আমার মধ্যে দিয়ে তোমার সৎ কার্যসকল সম্পাদন করতে পারো।” (প্রেরিত ২৭:২৩)

৩। **প্রভুর উপস্থিতি** – “হে প্রভু যীশু, আমি আগে মনে করতাম যে কেবল মন্দ সময়েই আমার তোমাকে প্রয়োজন। কিন্তু এখন যখন আমার মধ্যেই তুমি বাস কর, আমি বুঝতে পেরেছি যে সমস্ত বিষয়ে আমাকে অবশ্যই তোমার উপর নির্ভর করতে হবে। এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আমার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই যাতে তোমার উপস্থিতি স্থায়ীভাবে আমার মধ্যে বাস করে।” (যাত্রা ৩৩:১৫)

৪। **ঈশ্বরের সুরক্ষা** – “হে ঈশ্বর, একেক সময় মনে হয় সকলে আমার বিরোধী। কিন্তু আমি জানি যে কেউ আমাকে চূর্ণ করতে পারবে না কারণ তুমি আমার পক্ষে আছো! আমার মধ্যস্থ তোমার উপস্থিতির পরাক্রমী শক্তি আমাকে সুরক্ষিত করবে। আমার চারিদিকের শত্রুদের দিকে দৃষ্টিপাত করার পরিবর্তে আমার মধ্যে বাসকারী তোমার উপস্থিতির উপর ফোকাস রাখতে আমাকে সাহায্য করো।” (গীত ৯:৩)

৫। **জীবন বেঁচে থাকার জন্য** – “হে প্রভু যীশু, আমি কৃতজ্ঞ যে যখন আমি তোমাকে আমার প্রভু এবং ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম, তুমি আমার মধ্যে বাস করার জন্য এসেছিলে। তুমি, জীবনের প্রভু, এখন আমার জীবনে এসেছো। সেই জন্যে, আমার মাধ্যমে তোমার জীবন যাপন করার জন্য আমি আমার জীবন

তোমার কাছে সমর্পন করেছি। আমি প্রার্থনা করি যে আমার সঙ্গে তুমি যেন তোমার পথ লাভ করো এবং আমার মাধ্যমে তুমি নিজেকে জ্ঞাত করো!" (গালা ২:২০)

৬। দুশ্চিন্তা – "এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ...শরীরের বিষয় ভাবিত হইও না..." (মথি ৬:২৫)। যীশুর একজন শিষ্যের দুশ্চিন্তা করতে হবে না। তার জীবন একজনের হাতে নিরাপদ যিনি এই সমগ্র বিশ্ব শাসন করেন এবং তার সমস্ত প্রয়োজনগুলি সরবরাহ করেন। সমস্ত দুশ্চিন্তাকে না বলুন! তাঁর আত্মার পরিচালনা উপলব্ধি করার জন্য এবং যাই ঘটুক না কেন তাঁর পরিচালনা অনুসরণ করার জন্য প্রভুর কাছে প্রজ্ঞা যাত্রা করুন।

৭। পরীক্ষা – "মনুষ্য যাহা সহ্য করিতে পারে, তাহা ছাড়া অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটে নাই; আর ঈশ্বর বিশ্বাস্য; তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটিতে দিবেন না..." (১ করিন্থীয় ১০:১৩ক)। আমরা একটি পতিত জগতে বাস করি এবং সহজেই পরীক্ষায় আক্রান্ত হই। কিন্তু আপনি জীবনের ঝড়গুলির মধ্যে প্রভুর উপর আস্থা রাখতে পারেন। তিনি আপনার প্রার্থনাগুলি শোনেন।

৮। ঈশ্বর বিশ্বস্ত – "...বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও করিয়া দিবেন, যেন তোমরা সহ্য করিতে পার" (১ করি ১০:১৩খ)। যখন অন্ধকারের অধিপতি তোমার বিশ্বাসকে ধ্বংস করতে চায় এবং তোমার প্রতি তার অবিশ্বাস এবং ভয়ের অগ্নিবাণ ছুঁড়ে দেয়, তখন প্রভুকে এবং তাঁর বাক্যকে আঁকড়ে ধরে থাকুন। তিনি আপনাকে আশীর্বাদ করতে চান এবং তিনি আপনাকে এর থেকে রক্ষার পথ দেখিয়ে দেবেন।

৯। তীব্র অসন্তোষ – "প্রেম রাগিয়া উঠে না, অপকার গণনা করে না" (১ করি ১৩:৫খ)। অসন্তোষ তিক্ততায় পরিণত হয় এবং সমস্ত সম্পর্কগুলোকে বিষাক্ত করে। মানুষ, প্রভুকে তোমার মধ্যে তাঁর প্রেম পূর্ণ করতে দাও এবং ক্ষমাহীনতার কারণে রুদ্ধ হওয়ার এবং তোমার পরিব্রাণের আনন্দ হারানোর আগে তিনি যেমন তোমাকে প্রেম করেছেন সেইভাবে ক্ষমা করতে শেখো।

১০। দীর্ঘসূত্রতা (গড়িমসি করা) – "অতএব তোমরা ভাল করিয়া দেখ, কিরূপে চলিতেছ; অজ্ঞানের ন্যায় না চলিয়া জ্ঞানবানের ন্যায় চল। সুযোগ কিনিয়া লও, কেননা এই কাল মন্দ" (ইফিষীয় ১৫:১৬)। জরুরী কাজগুলির দ্বারা ভেসে যাবেন না, কারণ এর দ্বারা আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হারিয়ে ফেলছেন। ঈশ্বরের সাহায্যে আপনি আপনার দিনগুলিকে সুপরিষ্কৃতভাবে ব্যবহার করতে পারবেন, প্রভুর কথা শোনার জন্য সময় দিন, আর তারপর আপনি আপনার সমস্ত কাজের মাধ্যমে তাঁকে সম্মানিত করুন।

১১। নিসঙ্গতা – সামাজিক প্রচার মাধ্যম এবং আমাদের ব্যস্ততম জীবনযাত্রা সত্ত্বেও অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক তরুণ তরুণীরা আজকের দিনে নিসঙ্গতা অনুভব করছে। বাস্তবিক, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যস্থ “ঈশ্বরকতক গঠিত ফাঁকা জায়গাটি” পূর্ণ করার জন্য এই জগতের কোনও কিছুই যথেষ্ট নয়। আজই যীশুকে আপনার জীবনের কেন্দ্র হতে দিন। “কারণ তিনিই বলিয়াছেন, ‘আমি কোনক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, ও কোনও ক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না’” (ইব্রীয় ১৩:৫)।

১২। ঈর্ষা – আমরা যখন আমাদের অন্তরকে ঈশ্বরের ভালোবাসা দিয়ে পূর্ণ করতে দিই, তখন আমরা সব থেকে মূল্যবান উপহার বেছে নিই। আমাদের পরিস্থিতি যেমনই থাকুক না কেন তিনি আমাদের তৃপ্তি বা সন্তোষ দিয়ে আশীর্বাদ করেন। অভিযোগকারী হবেন না, ঈর্ষাপোষণ করবেন না। এটি কেবলমাত্র আপনাকেই এবং আপনার পরিবারকে ধ্বংস করবে। “শান্ত হৃদয় শরীরের জীবন; কিন্তু ঈর্ষা সকল অস্থির পচনস্বরূপ” (হিতোপদেশ ১৪:৩০)।

১৩। অপরাধ – “অতএব পুত্র যদি তোমাদিগকে স্বাধীন করেন, তবে তোমরা প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইবে” (যোহন ৮:৩৬)। ঈশ্বরের সামনে আমরা সকলে অপরাধী (পাপী) এবং মাঝে মাঝেই আমরা অন্যদের কাছে অপরাধীতে পরিণত হই। ক্রুশের উপর খ্রীষ্টের উদ্ধার কাজে বিশ্বাস করার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করার জন্য তাঁর প্রশংসা করি। আমরা যেন আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করতে পারি তার জন্য ঈশ্বরের কাছে সাহায্য যাক্সা করুন এবং আপনি যদি কারও কাছে অপরাধী হয়ে থাকেন তাহলে শীঘ্রই তার সঙ্গে সম্মিলিত হন।

১৪। ভয় – “সদাপ্রভু আমার সপক্ষ, আমি ভয় করিব না; মনুষ্য আমার কি করিতে পারে?” (গীত ১১৮:৬)। আপনার সঙ্কট যাই থাকুন না কেন, এটি হতে পারে যুদ্ধ অথবা শারীরিক অত্যাচার, হতে পারে আপনি চাকরী হারিয়েছেন অথবা দারিদ্র এবং ক্ষুধা, হতে পারে এটি অসুস্থতা অথবা এমনকী মৃত্যু, - আপনি যদি যীশুর উপর আপনার বিশ্বাস রাখেন, তাহলে তিনি আপনাকে দেখবেন। “যে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করে সে উচ্চে স্থাপিত হবে” (হিতোপদেশ ২৯:২৫)।

১৫। ব্যর্থতা – “পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করেন, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে, তাহাদের প্রতি তিনি তেমনি করুণা করেন” (গীত ১০৩:১৩, ১৪)। ঈশ্বরকে আপনার ফোকাসের দিক পরিবর্তন করতে দিন। আপনার ব্যর্থতাগুলির উপর মনোনিবেশ করুন, বিশ্বাস করুন যে তিনি আপনাকে ভালোবাসেন! তাঁর অনুগ্রহ যথেষ্ট।

১৬। সন্দেহ – “ধন্য তাহারা, যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করিল” (যোহন ২০:২৯খ)। প্রভুর প্রশংসা হোক কারণ তিনি করুণাময় ঈশ্বর। আমাদের অন্তর যখন ভগ্ন হয়

এবং আমাদের আত্মা যখন অনুতপ্ত হয় তখন তিনি আমাদের কাছে আসেন। তিনি আপনার আন্তরিক সন্দেহের উত্তর দিতে চান। “সদাপ্রভুর নাম দৃঢ় দুর্গ; ধার্মিক তাহারই মধ্যে পলাইয়া রক্ষা পায়” (হিতোপদেশ ১৮:১০)।

১৭। নিরুৎসাহ – “চিত্ত অবসন্ন হইলে আমি পৃথিবীর প্রাপ্ত হইতে তোমাকে ডাকিব; আমা অপেক্ষা উচ্চ শৈলে আমাকে লইয়া যাও” (গীত ৬১:২)। যখন আপনি সব থেকে ভাল করেছেন এবং তথাপি সেটা যথেষ্ট থেকে অনেক দূরে থাকে, তখন প্রচেষ্টা ত্যাগ করবেন না। পরিবর্তে প্রভুর কাছে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী যাক্সা করুন। আপনি যদি সবার থেকে প্রথমে তাঁকে ভালোবাসেন তাহলে তিনি মঙ্গলের জন্য সমস্ত কিছু করবেন।

১৮। ক্রোধ – “করুদ্ধ হইলে পাপ করিও না; সূর্য অস্ত না যাইতে যাইতে তোমাদের কোপাবেশ শান্ত হউক” (ইফিষীয় ৪:২৬)। ধার্মিক ক্রোধ আছে। ঈশ্বর নিজেও প্রতিদিন দুষ্টদের উপর করুদ্ধ হন (গীত ৭:১১)। কিন্তু তিনি পবিত্র এবং আমরা পবিত্র নই। আপনার ক্রোধকে বাসি হতে দেবেন না। আপনার মেজাজ যদি গরম হয় এবং আপনি যদি সহজেই করুদ্ধ হন, তাহলে প্রকৃত নম্রতায়ুক্ত হৃদয়ের জন্য প্রভুর কাছে যাক্সা করুন।

১৯। প্রেম – যারা এখনও যীশুর কথা শোনেনি তাদেরকে ঈশ্বর খুব ভালোবাসেন। প্রার্থনা করুন যাতে আপনি ঈশ্বরের ভালোবাসার একজন সফল পাত্র হতে পারেন, যারা এখনও তাঁর কথা শোনেনি তাদেরকে ঈশ্বরের সংস্পর্শে আনতে তাঁকে সাহায্য করুন। (যাকোব ৪:৫)

২০। চিন্তা – পৃথিবী গ্রহে খ্রীষ্টের রাজদূত হিসাবে, যারা এখনও সুসমাচার শোনেনি তাদের কাছে সুসমাচার সহভাগিতা করার জন্য আপনাকে পাঠানো হয়েছে। প্রার্থনা করুন যাতে পতিত জগতের জন্য ঈশ্বর আপনাকে তাঁর চিন্তার ভার দেন; এবং তিনি আপনাকে কোথায় এবং কীভাবে সব থেকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারেন তা যেন তিনি আপনাকে দেখান। (মথি ২৮: ১৮-২০)

২১। সহভাগিতা – উনুনে এক টুকরো কাঠ যেমন আগুন জ্বলতে সাহায্য করে, সেইভাবে খ্রীষ্টের অনুগামী হিসাবে আমাদের পরস্পরকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। প্রার্থনা করুন যাতে আপনি সহবিশ্বাসীদের খুঁজে পান যাদের উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন। আর প্রার্থনা করুন যাতে আশীর্বাদ আনার জন্য এবং অন্য খ্রীষ্টানদের উৎসাহিত করার জন্য ঈশ্বর আপনাকে ব্যবহার করেন। (ইব্রীয় ১৩:১)

২২। সুযোগগুলি – কয়েক জন লোক প্রত্যেক দিন সকালে প্রার্থনা করেন যাতে দিন শেষ হওয়ার আগে তারা একজন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ পাওয়ার সুযোগ পায়

যাকে তারা প্রভুর উপস্থিতির মধ্যে আমন্ত্রিত করতে পারেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি এই ধরণের অধ্যাবসায়ী সুসমাচার প্রচারকদের তোলেন (কলসীয় ৪:২-৩)।

২৩। পুনরুদ্ধার – “তিনি আমার প্রাণ ফিরাইয়া আনেন” (গীত ২৩:৩ক)। আমরা যখন ঈশ্বরের উপস্থিতির মধ্যে আসার জন্য সময় নিই এবং আমাদের হৃদয়কে এবং জীবনকে তাঁর কাছে উন্মুক্ত করি, তখন আমরা স্বস্তির অভিজ্ঞতা লাভ করি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর চান আমরা যেন তাঁর আরও ঘনিষ্ঠ হই, কারণ তিনি আমাদের আশীর্বাদ করে আনন্দিত হন। আজই পুনরুদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হন।

২৪। পরিচালনা – “তিনি নিজ নামের জন্য আমাকে ধর্মপথে গমন করান” (গীত ২৩:৩খ)। যতবার আমরা ঈশ্বরের অন্বেষণ করি প্রত্যেকবার ঈশ্বর কীভাবে আমাদের পরিচালনা করেছিলেন সেই বিষয়ে পেছন ফিরে তাকালে আমরা কেবল আশ্চর্য হয়ে যাই।

২৫। ভয়হীন – “যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করিব, তখনও অমঙ্গলের ভয় করিব না, কেননা তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ” (গীত ২৩:৪ক)। এমনকী আমার জীবন যদি সঙ্কটের মধ্যে থাকে, অসুস্থতা, যন্ত্রণা এবং কষ্টভোগে পরিপূর্ণ হয় এবং মৃত্যুর ভয় আসে, আমি জানবো যে সদাপ্রভু আমার সঙ্গে আছেন এবং তিনি আমাকে এই সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে পরিচালিত করবেন।

২৬। সান্ত্বনা – “তোমার পাঁচনী ও তোমার যষ্টী আমাকে সান্ত্বনা করে” (গীত ২৩:৪খ)। যীশু খ্রীষ্টে নিরাপত্তার কি অনির্বচনীয় আনন্দ। আমরা সেই সমস্ত মুহূর্ত এবং পরিস্থিতিগুলি জানি যা আমাদের জীবনকে নিরানন্দ এবং নিরাশ করে দেয় বলে মনে হয়। কিন্তু আমরা যখন যীশুকে আমাদের জীবনে আসতে দিই, আমাদের প্রাণ উৎসাহিত হয় এবং আমরা নতুন শক্তি এবং আস্থা লাভ করি।

২৭। মঙ্গলভাব – “কেবল মঙ্গল ও দয়াই আমার জীবনের সমুদয় দিন আমার অনুচর হইবে” (গীত ২৩:৬)। যেহেতু ঈশ্বরের মঙ্গলভাব আমার প্রতি আছে সেহেতু তিনি আমাকে সেই মঙ্গল আমার পরিবারে এবং যতলোক আমার সংস্পর্শে আসে তাদের জীবনে সঞ্চারিত করতে সক্ষম করেন। এই ভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং অনুগ্রহ আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হতে চায়।

২৮। দীপ্তি উজ্জ্বল হোক – অন্ধকারের জগৎপতি জানে যে তার সময় সংক্ষিপ্ত। তার রণকৌশল হচ্ছে জগৎকে অনৈতিকতা, বিদ্রোহ, আত্মিক ব্যবস্থাহীনতা, এবং গোলোযোগের মধ্যে গ্রাস করা। সেই কারণে সময়ের সদ্যবহার করুন। “তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে” (মথি ৫:১৬)।

২৯।সরে যেও না – “কিন্তু আমার ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস হেতুই বাঁচবে, আর যদি সরিয়া পড়ে, তবে আমার প্রাণ তাহাতে প্রীত হইবে না” (ইব্রীয় ১০:৩৮)।যখন ব্যবস্থাহীনতা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তখন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা এবং তাদের বার্তা প্রতিরুদ্ধ হবো।সাহসী হন! নিজের ভিত্তির উপর দাঁড়ান!“আর যাহারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না” (মথি ১০:২৮)।

৩০। প্রার্থনা – “অবিরত প্রার্থনা কর” (১ থিষ ৫:১৭)।দৈনিক জীবনের রুটীন, পরিবার, বিভিন্ন পরিস্থিতি; কাজ এবং আরও অধিক বিষয়গুলি একজন ব্যক্তিকে প্রার্থনার বিষয়টিকে অবহেলা করার পথে চালিত করতে পারে।প্রার্থনা যে কোনও লড়াইয়ের মোকাবিলা করার জন্য মন এবং হৃদয়কে সজাগ রাখে। হে প্রভু, আমরা আজকে অধ্যবসায়যুক্ত এবং অবিরত প্রার্থনার জীবনের জন্য তোমার কাছে যাত্রা করছি।

৩১।বিশ্বস্ততা – সর্বত্র পরীক্ষা বা প্রলোভন বিদ্যমান, এবং এর সঙ্গে যুক্ত পুরুষদের যৌন এবং নৈতিক জীবন স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়ে যায়। ফিলিপীয় ৪:৭ পদে বলা হয়েছে যে “তাহাতে সমস্ত চিন্তার অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করিবে।” হে প্রভু, আমার মন এবং হৃদয়কে সঠিক পথে চালিত করো যাতে আমি আমার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি!

যোগাযোগের জন্য: ট্রান্স ওয়ার্ল্ড রেডিও ইণ্ডিয়া, পোস্ট ব্যাগ নং -১, পোস্টঃ জোকা কোলকাতা
৭০০১০৪,

মোবাইল: ৯৪৩৩৪৯৭২৩৫

You tube : TWR India Bengali

ওয়েব সাইটঃ www.twr.in

আজকের চিন্তার জন্যঃ ৮৩৩৭০১২৪৩৩ নম্বরে ওয়াটস্ আপ্ করুন।